প্রথম আলো

তারিখ ... 13
পৃষ্ঠা ... কলাম

পোগোজ স্কুলের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হবে না

ভাঙা হবে না একটি ভবনও

মুসা আহমেদ ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পোগোজ স্কুল একীভূত করা হলেও এর জমি ও অবকাঠামো স্কুলের নামেই থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) 'ল্যাবরেটরি স্কুল' হিসেবে তা ব্যবহার করবে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ল্যাবরেটরি স্কুল। গত মঙ্গলবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ *প্রথম আলোর* কাছে এমন দাবি করেছে।

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ও সংরক্ষিত ভবন বলে চিহ্নিত পোগোজ স্কুল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে—এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে পোগোজ স্কুল রক্ষা কমিটি গত সোমবার এক মানববন্ধনে যে প্রতিবাদ জানিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ দাবি করে। পুরান ঢাকার স্থানীয় কিছু বাসিন্দাকে নিয়ে পোগোজ স্কুল রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। সংগঠনটির দাবি, 'অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে পোগোজ স্কুল পরিচালিত হতে পারে না।' এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ওহিদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, পোগোজ স্কুলের ঐতিহ্য কিছুতেই ক্ষুণ্ন করা হবে না। একটি ভবনও ভাঙা হবে না। স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে—এ জন্যই একীভূত করা হচ্ছে। এটি হবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল্যাবরেটরি স্কুল'। তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে স্কুলে একাদশ শ্রেণিও চালু করা হবে, যা পরিচালিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের' মতো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির জমিসহ সবকিছু স্কুলের নামেই থাকবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পাবেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

পোগোজ স্কুল ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। স্কুলটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে লাগোয়া চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। এর আয়তন প্রায় পাঁচ একর।

পোগোজ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার উপাচার্য মীজানুর রহমান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পোগোজ স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যৌথ সভা করেন। উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় পোগোজ স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ হিসেবে একীভূত করার সিদ্ধান্ত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নতুন নাম দেওয়া হয় 'পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।'

পোগোজ স্কুল রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হলে শিক্ষার মান বাড়লেও স্কুলটির ঐতিহ্য ধরে রাখা যাবে না। তাই স্কুলটিকে নিজস্ব ধারায় চলতে দিতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে বিকল্প ব্যবস্থা করবে সরকার।

তবে পোগোজ স্কুলে শিক্ষার্থীরা তা মনে করে না। স্কুলের অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র দীপ্ত পাল বলে, একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত একটা ভালো উদ্যোগ। এতে পড়াশোনার মান ভালো হবে সে মনে করে। দীপ্ত বলে, 'এই প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক শেষ করে আবার এখানেই উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারব।'

পোগোজ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মনির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্কুলটি একীভূত হওয়ায় স্কুলের শিক্ষার মান বাড়বে। তাই এ সিদ্ধান্তকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা স্বাগত জানিয়েছেন।'